সারোয়ার জামাল নিজামের রাজনীতি জামাল উদ্দিন অপহরণ এবং...

লিখেছেন **সুমি খান**

জাতীয় সংসদের ৩০০ জন সাংসদই জাতীয়ভাবে আলোচিত হন না। হন অল্প কয়েকজন। এই 'অল্প কয়েকজন'-এর বেশির ভাগই আলোচিত হন নেতিবাচক কারণে। গত সরকারের আমলে যেমন জয়নাল হাজারী, শামীম ওসমান; এ সরকারের সময় তেমনি সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, নাসির উদ্দিন পিন্টু। এরা সবাই সন্ত্রাসের 'গডফাদার' হিসেবে চিহ্নিত। নিজ নিজ সরকারের জন্য যারা 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' বলে বিবেচিত।

'গডফাদার'-এর এই এলিট গ্রুপের নবীনতম সংযোজন সরওয়ার জামাল নিজাম। চট্টগ্রামের এই সংসদ সদস্য মাত্র একটি ঘটনা দিয়েই পত্র-পত্রিকার 'লিড নিউজ'-এ পরিণত হন। কোটিপতি ব্যবসায়ী জামাল উদ্দিন অপহরণের জন্য এমনকি বিএনপি'র স্থানীয় নেতা-কর্মীরাও সরওয়ার জামালকে দায়ী করেন। এই প্রতিবেদনে আমরা সেসব নেতা ও স্থানীয় জনগণের মুখ থেকে শুনবো মহান সাংসদ সরওয়ার জামাল নিজামের সুমহান কীর্তির কথা। একজন সংসদ সদস্য ক্ষমতার মোহে কতটা ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর হতে পারে তারই একটি খন্ডচিত্র ফুটে উঠেছে তাদের বক্তব্যে...

সারোয়ার জামাল নিজাম

আবুল কালাম চৌধুরী (সাবেক চেয়ারম্যান, আনোয়ারা সদর)

"২০০১ নির্বাচন-পূর্ব আইনশৃঙ্খলা কমিটির মিটিং। শহীদ (তখনো চেয়ারম্যান হয়নি) এবং অমর দাসকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন এমপি প্রার্থী সরওয়ার জামাল নিজাম। সন্ত্রাসীদের নিয়ে তার এ রকম প্রকাশ্য চলাফেরা আমার মোটেই পছন্দ হয়নি। ডিসি, এসপি'র সামনেই তাকে প্রশ্ন করলাম, 'ডাকাত, আর্মস ক্যাডার সন্ত্রাসী নিয়ে এভাবে মিটিংয়ে এসেছেন আপনি? জনগণের দায়িত্ব কিভাবে নেবেন? সন্ত্রাসী আর ডাকাত নিয়ে মহান জাতীয় সংসদে আপনি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবেন?' প্রকাশ্যে সরাসরি এ প্রশ্নে বিব্রত হয়ে পড়ে উপস্থিত সবাই। প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হন সরওয়ার জামাল নিজাম। তুমুল তর্ক-বিতর্কে মেতে ওঠেন আমার সঙ্গে।

সেদিনই বুঝেছিলাম এর মাশুল আমাকে দিতে হবে। তবুও অবিচল ছিলাম সত্যের প্রতি, দলের প্রতি। সন্ত্রাসী যে পোষে, তার চেয়ে আমার কাছে দল অনেক বড়। আনোয়ারা সদর এলাকা থেকে পরপর তিনবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলাম আমি। অথচ এবার নির্বাচনের দিন সাংসদ সরওয়ার জামাল নিজাম কর্তৃক তীব্র অপমানিত হয়ে শহরে ফিরে এসেছি। ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে অপহরণ চক্রের সক্রিয় সদস্য শহীদকে চেয়ারম্যান করেছেন সাংসদ সরওয়ার জামাল নিজাম। ২০ বছর এলাকার চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলাম। তখনো এলাকায় সন্ত্রাস ছিল। কিন্তু সেটা পরিমিত মাত্রায়। এখন শহীদকে চেয়ারম্যান করে পুরো আনোয়ারা-পশ্চিম পটিয়াকে 'ক্রাইম জোন'-এ পরিণত করেছে এমপি পরিবার। ভাই কমোডর নিজামের সহায়তায় নির্বাচনের সময় মেকানিজম খাটায় এমপি। হাটহাজারিতে চা-দোকানের বয় থেকে বাবুর্চি, রাজমিস্ত্রীর যোগালী, পরে ডাকাতি-সন্ত্রাসীতে যার নাম আসে, কোনোদিন যাকে আনোয়ারাতে কেউ দেখেনি- তাকে আমার ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে প্রতিষ্ঠিত করেছে সরওয়ার জামাল। রেজিস্ট্রেশন অফিসকে প্রভাবিত করে যার কোনো হোল্ডিং নেই, বাড়ি নেই, ব্যবসা নেই তাকে ভোটার করে তার নামে নমিনেশন পেপার সাবমিট করেছে। এভাবেই সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে শহীদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। এমপি নিজাম নির্বাচনের সময় প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় 'শহীদকে আমি এক ভোটের ব্যবধানে হলেও চেয়ারম্যান করবো।' আমি প্রতিবাদ করি। চ্যালেঞ্জ করে নির্বাচন করেছি। জনপ্রিয়তা, জনমতের মূল্যায়ন হবে ভেবে। কিন্তু হেরে গেলাম সন্ত্রাসের কাছে। এভাবে এলাকার সাংসদ একটা ডাকাতকে চেয়ারম্যান করে দেয়ায় আমি লজ্জিত।"

বাবুল সর্দারের কাহিনী

কেন লজ্জিত হতে হয় আবুল কালাম চৌধুরীকে? এটা পরিষ্কার ভোট ডাকাতির মাধ্যমেই সন্ত্রাসী শহীদকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করান সরওয়ার জামাল। তাই ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ আনোয়ারা সদর ইউপি নির্বাচনে জয়কালী বাজার কেন্দ্রে চেয়ারম্যান প্রার্থী আবুল কালামের পক্ষে দায়িত্বরত বাবুল সর্দারের ঘটনাটিকে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। বরং এ রকম খন্ড খন্ড 'বিচ্ছিন্ন' ঘটনার যোগফলই সন্ত্রাসী শহীদের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠান।

সারোয়ার জামাল নিজাম এমপি'র সন্ত্রাসে যারা সহায়ক

১. সালাউদ্দিন বকুল (চরপাথরঘাটার চেয়ারম্যান), যার নেতৃত্বে একটি গাছের গাড়ি থেকে ৫ হাজার টাকা, লবণের ৬টি অবৈধ মিল থেকে মাসে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা আদায় করা হয়।
২. মীর্জা বাহার
৩. পেয়ার আহমদ মেম্বার
৪. নুরুল আলম মেম্বার
৫. ইঞ্জিনিয়ার ইসলাম
৬. জাকির আহমদ মামুন
৭. জাহাঙ্গীর আলম
৮. আবদুন নূর

আনোয়ারা কলেজ ছাত্র সংসদের প্রতিষ্ঠাতা ভিপি সাবেক ছাত্রদল নেতা বাবুল সর্দারের মুখ থেকেই শোনা যাক সেই কাহিনী-

"নির্বাচনের দিন সকালে ভোটকেন্দ্রের দিকে যাবার পথে আমাকে ঘিরে ফেলে সশস্ত্র বাহিনী। জয়কালী বাজার কেন্দ্রের ২০-২৫ গজ দূরত্বে সশস্ত্র অবস্থায় শহীদ চেয়ারম্যান, অমর দাস, অসীম দেব ঘিরে অপহরণের চেষ্টা করে। প্রচন্ড ধস্তাধস্তির মধ্যে আমি চিৎকার করে ওঠি 'এই কোথায় কে আছিস্ মাল নে!' ছিটকে পড়ে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা। বাড়িতে ফিরে আসি আমি। এ সময় ভোটকেন্দ্রে প্রহরারত বিডিআর প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকা পালন করে। আমার থাকা লোকজন বলে, 'আপনার সঙ্গে কোনো অস্ত্র নেই, আমরা থেকে কী করবো? শহীদের লোকজন সংগঠিত হয়ে অস্ত্র হাতে আসছে, আপনি বাড়িতেই বসে থাকেন।'

আমি বাড়ি চলে যাই। কিন্তু তবুও রেহাই পাইনি। কাশেম চেয়ারম্যানের সেকেন্ড ইন কমান্ড অমর দাসের সহযোগী অসীম দেব, তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী শিবির ক্যাডার গিট্টু নাছির, লিটন একে-৪৭ হাতে আমার বাড়িতে হানা দেয় অমর দাসসহ। মোবাইলে বলে 'এ তো নিরীহ লোক- তার সঙ্গে বা বাসায় কোনো অস্ত্র নেই, তার কোনো বাহিনীও নেই। একে নিয়ে কী করবো?' অন্যদিক থেকে নির্দেশ আসে হত্যার। অপহরণ করে আনোয়ারা সদরের এক প্রান্তে জোড়াপুকুর শ্মশানের অভয়ারণ্যে নিয়ে আমাকে প্রচন্ড নির্যাতন করা হয়। একে-৪৭ হাতে লিটন মোবাইলে বলে, 'ইনি প্রচন্ড মানসিক শক্তির অধিকারী, নিরীহ মনে হচ্ছে, হত্যার কি প্রয়োজন?' এদিকে বিএনপির একটি অংশ আমার মুক্তির দাবি জানায়। দুপুর ২টার দিকে খাল পার করে বোয়ালগাঁও গ্রামে নিয়ে

'সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে শহীদকে চেয়ারম্যান করা হয়েছে এবং তাকে দিয়েই জামাল উদ্দিনকে অপহরণ করা হয়েছে। একদিন সবাই জানবে সত্য কাহিনী। প্রমাণ হবে সাংসদ নিজামের ভয়ঙ্কর সব কর্মকান্ড'

বাবুল সর্দার

পরিত্যক্ত ঘরে বন্দি করে রাখা হয় আমাকে। এভাবে রাত হয়ে যায়। তালাবদ্ধ মাটির ঘরে রাত ৯টায় ৫০ টাকা এবং ১০০ টাকার স্ট্যাম্পের সাদা কাগজে আমার স্বাক্ষর নেয়। শর্ত বেঁধে দেয়া হয় দুটি। প্রথমত, মামলা করা যাবে না, দ্বিতীয়ত কোনো সরকারি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নেয়া যাবে না। এই শর্তে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য হই। রাত ১০টায় শোলকাটা গ্রামের তৈলার দ্বীপ সড়কের (সাংসদ সরওয়ার নিজামের পৈতৃক এলাকা) ছুরিবিবির দীঘির পাড়ে ছেড়ে দেয়া হয় আমাকে।"

এভাবেই অনেকগুলো অপহরণ, নির্যাতনের মাধ্যমে ভোটকেন্দ্রে একাধিপত্য বিস্তার করে সরওয়ার জামাল বাহিনী। ফলে সহজেই চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন সন্ত্রাসী শহীদ। আনোয়ারা থেকে এমনকি চেয়ারম্যান প্রার্থী আবুল কামালকে হুমকির মুখে তাড়িয়ে দেন সন্ত্রাসী পরিবেষ্টিত সাংসদ সরওয়ার জামাল নিজাম। বিডিআর কমান্ডার সাংসদের নির্দেশে কেড়ে নেয় কালাম চেয়ারম্যানের মোবাইল। একজন সাংসদ এভাবে প্রকাশ্যে সশস্ত্র প্রহরায় সরাসরি সন্ত্রাস পরিচালনা করতে পারে আনোয়ারাবাসী এই প্রথম তা প্রত্যক্ষ করলেন। তবে ২০০১-এর সংসদ নির্বাচনেও এমনই ভূমিকা ছিল এ সাংসদের- যার চূড়ান্ত রূপ দেখনো হয় ২০০৩-এর ফেব্রুয়ারি ইউপি নির্বাচনের দিন।

এমপি সরওয়ার জামালের ঘৃণ্য তৎপরতা সম্পর্কে বাবুল সর্দার সাপ্তাহিক ২০০০-কে আরো বলেন, 'বিএনপির রাজনীতিতে আনোয়ারায় দু'হাতে অর্থ বিলিয়ে প্রতিষ্ঠা এনেছেন জামাল উদ্দিন চৌধুরী। তার সুফল ভোগ করছেন সরওয়ার জামাল নিজাম এমপি। তার সন্ত্রাসী বাহিনীর নির্যাতনে আমি এখনো অসুস্থ। এমপির নির্দেশে প্রচন্ড নির্যাতন করা হয়েছে আমাকে। বাম কানের পাশের নরম হাড় ভেঙে গেছে। মাথার ডান পাশের স্নায়ু অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। ডান চোখ নেমে গেছে একটু

'সরওয়ার জামাল্যা এমপি হইবার লাই আঁর জিন্দা পোয়ারে ধরি লই গেইয়ে.. আঁর পোয়ারে ফিরাই দে'

আলমাস খাতুন, জামালউদ্দিনের মা

'দক্ষিণ কূলে জামাল মিয়া বাদে কেউ এমপি হইত ন পারিব দে-ই তৈলার দ্বীপের কাউল্লার পোয়া সরওয়ারইরগ্যা (সরওয়ার জামাল নিজাম) এমপি হইবার লাই আঁর জিন্দা পোয়ারে ধরি এ্যান দুঃখ দ্যার দে! ব্যাংকর ৭০ লাখ ট্যাঁয়া দিবে ক'র আরো। কিল্লাই তোরা ব্যাংক'র ট্যাঁয়ার কথা কর? আঁর পোয়া ছাড়িদে কেস লামাই ফালাইয়ুম, ট্যাঁয়াও পাবি। আঁর পোয়ারে যদি দিতি আঁর কইলজার লয় বাজাইতাম- আহা! আঁর নিঃশ্বাস আইয়ের আর যায়। অঁইল বুড়া মানুষ 'পোয়া পোয়া' গরি আঁর চোখও গেইয়ে গৈ, কানও গেইয়ে গৈ! আঁর এক পোয়া অসুখে পড়ি কিডনি, লিভার নষ্ট হই মারা গেল, আরেক পোয়া জিন্দা ধরি লই গ্যাল সরওয়ার জামাল্যা। আঁর পোয়া বাঁচি আছে হুননি- আঁর বুকত ফিরাই দিতো...' অঝোরে কেঁদে চলেছেন আলমাস খাতুন। কান্না থামাতে না পেরে নুইয়ে নুইয়ে ভেতরের রুমে চলে গেলেন অপহৃত ধনাঢ্য ব্যবসায়ী জামালউদ্দিনের মা নবতিপর বৃদ্ধা আলমাস খাতুন, আবার ফিরে এলেন ড্রইং রুমে।

গত ৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে কথাগুলো বললেন আলমাস খাতুন। এর আগে ২০০৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বর তিনি একইভাবে অঝোরে কেঁদে পুত্র জামালউদ্দিনের প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলেন। অন্য কোনো পত্রিকার সঙ্গে কথা বলেন না তিনি। বারবার ২০০০-এর মুখোমুখি হন অসীম বিশ্বাসে, অগাধ আস্থায়। প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে, বুকে ফিরে আসবে বুকের ধন পুত্র 'জামাল মিয়া'।

কান্নায় বুক ভাসিয়ে বললেন, আমার দু'টি ছেলে। জামাল মিয়া দক্ষিণ চট্টগ্রামে এতো কাজ করেছে, এতো দান করেছে। স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসা

নিচের দিকে। সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে শহীদকে চেয়ারম্যান করা হয়েছে এবং তাকে দিয়েই জামাল উদ্দিনকে অপহরণ করা হয়েছে। একদিন সবাই জানবে সত্য কাহিনী। প্রমাণ হবে সাংসদ নিজামের ভয়ঙ্কর সব কর্মকান্ড।'

সরওয়ার জামাল নিজামের বিরুদ্ধে এ রকম হাজারো অভিযোগ। কিন্তু সবচেয়ে বড় অভিযোগ কোটিপতি ব্যবসায়ী জামাল উদ্দিন অপহরণের। ক্ষমতার আসন নিষ্কটক করতেই সরওয়ার জামাল, জামাল উদ্দিনকে অপহরণ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, স্থানীয় পর্যায়ে বিএনপি'র নেতা-কর্মী ও জনসাধারণের কাছে জামাল উদ্দিন ছিলেন তুমুল জনপ্রিয়। তার এই জনপ্রিয়তাকেই ভয় পেয়েছিলেন এমপি নিজাম। সে কারণেই হয়তো তাকে চিরতরে সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। স্থানীয় নেতা-কর্মী ও জনগণের সঙ্গে কথা বলে এমনটাই মনে হয়েছে।

'জামাল উদ্দিন অপহরণের প্রকৃত তথ্য আমরা দাবি করছি। না হয় এ ঘটনার শিকার অনেকে হবে'

হাজী আলী আব্বাস

হাজী আলী আব্বাস (দক্ষিণ জেলা বিএনপি গ্রাম সরকার ও সমবায়বিষয়ক সম্পাদক)

"সাংসদ সরওয়ার জামাল নিজাম বিএনপি'র কোনো সাংগঠনিক কর্মসূচিতে কখনোই আর্থিক বা অন্য কোনোভাবে অংশগ্রহণ করেননি। যদিও আমাদের সরকার ক্ষমতায়। সাংসদ না হয়েও থানা এবং উপজেলা পর্যায়ের সব রকমের আর্থিক অনুদান, সাংগঠনিক ব্যয় বহন করেছেন জামাল উদ্দিন। তিনি অপহৃত হবার পর আমরা দলের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে আন্দোলনের ডাক দিই। সাবেক কমিটির সহসভাপতি জামাল উদ্দিন আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা। আমাদের সভাপতি খলিল খান, সিনিয়র সহসভাপতি মোশাররফ, সেক্রেটারি অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম বুলবুল, ১ নং যুগ্ম সম্পাদক প্রফেসর শেখ মোঃ মহিউদ্দিন, দপ্তর সম্পাদক মোর্শেদসহ বারো জনের পুরো দক্ষিণ জেলা প্যানেল ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিই। দু'দিনের মধ্যে জামাল উদ্দিনের মুক্তি না দিলে লালদীঘির পাড়ে মানববন্ধন কর্মসূচি ঘোষিত হয়। ১০ হাজার পোস্টার ছাপানো হয়। আন্দোলন, ধর্মঘট কর্মসূচির মাধ্যমে উদ্ধার করে আনবো জামাল উদ্দিনকে এমন অঙ্গীকার করা হয়। তবু সবকিছু থামিয়ে দিলেন সিএমপির কমিশনার শহীদুল্লাহ খান।

অপহরণ ঘটনার ১৫ দিন অতিক্রান্ত হলেও পুলিশ বারবার মুক্তিপণের টাকা লেনদেনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে মাত্র। অন্যদিকে জামাল উদ্দিনকে উদ্ধারের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন কর্মসূচি থামিয়ে দিয়ে আমাদের সিএমপি কার্যালয়ে ডেকে বললেন, 'আপনারা এসব করলে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে। জামাল উদ্দিন উদ্ধার হয়ে যাবে। আপনারা আন্দোলন করবেন না! জামাল উদ্দিন সাহেব আমার আত্মীয়। ওনার পরিবারে আমি গেছি। আমি নিজে এ মামলা তদারকি করছি।' এভাবে সিএমপি কমিশনার শহীদুল্লাহ খান এলাকাবাসীর সংঘবদ্ধ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রশাসনকে চাপে ফেলার চেষ্টা নস্যাৎ করে দেন। এমপি নিজে এসব কর্মসূচির কোনোটিই সমর্থন করেননি, অংশও নেননি কোনোটিতে। প্রশ্ন ওঠে, তবে তৎকালীন সিএমপি কমিশনার শহীদুল্লাহ খান কার স্বার্থে এমন বিতর্কিত ভূমিকা নিয়েছিলেন?

সরওয়ার জামাল নিজামের সন্ত্রাসী বলয়ের বিরুদ্ধে আমি কর্ণফুলী থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে এমপি'র রোষানলে পড়ি। ৩০ এপ্রিল ২০০৪ মহাসমাবেশে বিএনপিকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগঠিত করলাম আমি। ক্ষুব্ধ হলেন সাংসদ নিজাম। বললেন, 'আমার বিরুদ্ধে রাজনীতি করছো? পরিণতি ভালো হবে না।' উত্তরে বললাম, 'আপনার বিরুদ্ধে রাজনীতি করছি

করে দিয়েছে- তার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে এমপি হবার পথের কাঁটা দূর করার জন্যেই সরওয়ার জামাল নিজাম আমার ছেলে জামাল মিয়াকে ধরে নিয়ে গেছে। আমার ছোট ছেলেকে তার বৌ কিডনি, লিভার দুটোই দিয়েছে তবু আমার ছোট ছেলে সাইফুদ্দিন বাঁচলো না। অন্য ছেলে জামাল মিয়ার ব্যাংক ঋণের ৭০ লাখ টাকা শোধ করতে চায় এখন সরওয়ার জামাল নিজাম। মামলা তুলে নিতেও চাপ দিচ্ছে। আমার ছেলে বেঁচে আছে শুনেছি। সরওয়ার জামাল্যাকে বলেছি আমার ছেলে সাইফুদ্দিন তোর বিরুদ্ধে মামলা করেছে। ও বেঁচে নাই। মামলাও আমরা তুলবো না। জামাল মিয়ার ছেলেদের জন্যে ব্যাংকের টাকাগুলো থাক। তুই আমার ছেলেকে আমার বুকে ফিরিয়ে দে। আমার সাইফুদ্দিন বেঁচে থাকলে সরওয়ার জামাল নিজামের কলিজা কচলে খেতো এতো দিনেও আমার জামাল মিয়াকে ফিরিয়ে দেয়নি বলে। আমি আল্লাহর দরবারে বিচার চাইছি। আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিক। ওকে মানা করবো কাউকে হয়রানি না করতে। তোদের সবার অপরাধ ক্ষমা করে দেবো। আমার নিঃশ্বাস যে কোনো সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে চিরদিনের জন্যে। আমার ছোট বৌও তার স্বামীকে কিডনি-লিভার দান করে 'মরা' হয়ে গেছে। তার ছোট ছোট সন্তানরা কতো অসহায় আজ-কতোটা চিন্তা করবো? আমার দু'ছেলে এদের বিত্তশালী বাবার চেয়েও বেশি সম্পদ গড়েছে। দু'জনেই দানশীল ছিল। কখনো কারো ক্ষতি করেনি। আমার শ্বশুরের রাখালের ছেলে সরওয়ার জামাল নিজামের বিচার চাই আমি। আমার বুকে ফিরিয়ে দাও আমার জামাল মিয়াকে... চোখের জলে ভাসছেন আর শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আলমাস খাতুন।

অভিভাবকহীন এই পরিবারটির একমাত্র অভিভাবক নবতিপর বৃদ্ধা আলমাস খাতুন কি জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারবেন পুত্র জামালউদ্দিনকে? জীবদ্দশায় প্রকৃত সত্য জেনে মূল অপরাধীদের বিচার দেখে যেতে চান অপহৃত ধনাঢ্য ব্যবসায়ী জামালউদ্দিন চৌধুরীর অসহায় মা আলমাস খাতুন

চৌধুরী ফরমান রেজা লিটন গত ৪ ডিসেম্বর শনিবার বিকেলে ২০০০-কে ক্ষুব্ধস্বরে বললেন, 'There`s no doubt about it. রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণেই আমার বাবাকে সরওয়ার জামাল নিজাম অপহরণ করেছে আমরা নিশ্চিত। ১২ অক্টোবর সংবাদ সম্মেলন করার পরপর সরওয়ার জামাল নিজাম আমাদের কাছে লোক পাঠিয়েছেন ব্যাংকের সমস্যা সমাধান করে দেবেন। উনি ভেবেছেন ব্যাংক ঋণই আমাদের দুর্বলতা, তাই সুযোগ নিতে চেয়েছেন। বাবার ৭০ লাখ টাকা ব্যাংক লোন শোধ করার বিনিময়ে আমাদের 'নীরব' হয়ে যাবার শর্ত দিলেন। এমপির এ প্রস্তাব নিয়ে এলেন এলাকার গণ্যমান্য এক অরাজনৈতিক ব্যক্তি। আমি প্রত্যাখ্যান করেছি এ প্রস্তাব। আমার বাবার রক্ত যতোক্ষণ এ শরীরে আছে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে হলেও বাবার ব্যাংক লোন শোধ করবো- বাবার জীবনের বিনিময়ে নয়। আমাদের একটাই দাবি বাবাকে ফিরে চাই, নয়তো অপহরণকারী সরওয়ার জামাল নিজাম এমপি আর তার ভাই মারুফ নিজামের বিচার চাই।

প্রতিবাদ হিসেবে আসন্ন ৯ম সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লিটন। বললেন, 'আমার নেতা হবার শখ নেই। রাজনীতি করে আমাদের পরিবারের মতো লুজার বাংলাদেশে নেই। তবু আবার রাজনীতিতে আসার সাহস করছি। আমার বাবা অপহরণের বিচার করতেই হবে। এ সরকার না করলে পরবর্তীতে জনগণ করবে।'

অপহরণের দায়ে অভিযুক্ত সরওয়ার জামাল নিজামের সঙ্গে আমরা

না। বিএনপির রাজনীতি করছি। ক্ষমতা থাকলে আমাকে মেরে ফেলেন। আপনাকে দল নমিনেশন দিয়েছে, আমরা কাজ করেছি। আমাকে দল নমিনেশন দিলে আপনি কিছুই করতে পারবেন না।'

সাংসদ সরওয়ার জামাল নিজামের সন্ত্রাসী তৎপরতার ধারাবাহিকতায় আনোয়ারা পশ্চিম পটিয়ার বিএনপি নেতৃত্ব ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি চরপাথরঘাটা এলাকায় ৬ মাস ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ছিলাম। ২০০২ সালে তিন ওয়ার্ডের জনসমর্থন নিয়ে নমিনেশন দাখিল করি। এমপি নিজাম বললেন, আমি যেন এবার নির্বাচনে অংশ না নিয়ে পরেরবার করি। বললেন, 'তোমাকে থানা কমিটির সেক্রেটারি করা হবে।' 'আমি নমিনেশন প্রত্যাহার করলাম। সঙ্গে সঙ্গে এমপি এবং তার লোক বিপরীত আচরণ শুরু করে। কর্ণফুলী থানার ৯০% জনগণ ধানের শীষের অনুসারী। এরা প্রার্থী দেখে না। এই সাংসদ সংগঠন, অঙ্গ সংগঠন কিছুর কাজই করে না, তবু তাকেই যদি প্রার্থী করে হাইকমান্ড- আমরা ভোটও দেবো না, কাজও করবো না। আমার ভবিষ্যতের জন্য আমি কাজ করছি। জামাল উদ্দিন অপহরণের প্রকৃত তথ্য আমরা দাবি করছি। না হয় এ ঘটনার শিকার অনেকে হবে। এমপি নিজাম দলের কোনো কাজে অর্থ সাহায্য দেন না। বলেন, 'টাকার রাজনীতি আমি করি না। তোমরা আমাকে ভোট দাওনি।' থানার ওসি, টিএনও সবাই এমপির কথায় ওঠে-বসে। তিনি চান আমি তার দালালি করি। এটা আমরা করবো না। আমাকে দক্ষিণ জেলা কমিটিতে না রাখার জন্য এমপি নিজাম হাই কমান্ড পর্যন্ত গেছেন। সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।"

'তবুও জামাল উদ্দিনকে অপহৃত হতে হলো। এ অপহরণ টাকার জন্য নয়, ক্ষমতার জন্য। শুধু টাকার জন্যেই যদি তিনি অপহৃত হতেন, তাকে ছাড়া হলো না কেন'- **মোঃ আলী**

মোঃ আলী (আনোয়ারা থানা বিএনপির সম্পাদক)

'জামাল উদ্দিন চৌধুরী বিএনপির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দলের জন্য অনুদান দিয়ে গেছেন। '৮৬-৮৭ সালে তার অনুদানে আমরা কলেজ সংসদে জয়লাভ করি। তৃণমূল পর্যায়ে রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি ৬০টির বেশি জিয়া স্মৃতি সংসদ করেছেন। কর্মীদের চা-নাস্তার খরচও তিনিই দিতেন। তাকে আমরা '৮৬ সালের উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী করতে চাই। পারিবারিক সমস্যায় পারেননি। '৯১, '৯৬ ও ২০০১ সালে পরপর তিনবার সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে চান। কর্নেল অলি প্রতিবারই তাকে থামিয়ে দিয়ে পরেরবার করতে বলেছেন। তিনি আর কর্নেল অলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেন না। বারবার অপমানিত হয়ে সরে গেলেন। আনোয়ারা থানা বিএনপির ব্যাপারে আর মাথা ঘামালেন না। কিন্তু দল ছাড়েননি। অসাধারণ দানশীল ব্যক্তি ছিলেন তিনি। গরিব পরিবারগুলোকে খুব সাহায্য করতেন। কখনো বিরক্ত হননি। '৯২ সালে কর্নেল অলি মন্ত্রী হবার পর নিজের বাড়িতে জামাল উদ্দিন চৌধুরী ১০ লাখ লোক খাইয়েছেন, কমপক্ষে ৫ লাখ টাকা খরচ করেছেন।

তবুও জামাল উদ্দিনকে অপহৃত হতে হলো। এ অপহরণ টাকার জন্য নয়, ক্ষমতার জন্য। শুধু টাকার জন্যেই যদি তিনি অপহৃত হতেন, তাকে ছাড়া হলো না কেন? তার পরিবার এ অনিশ্চিত অবস্থায়ও যে যেদিকে বলেছে, খরচ করেছে। ৭০ লাখ টাকা খরচ হবার পরও মানুষটা কেন এলো না? আমাদের প্রশ্ন জাগে মনে, বিষয়টা কী?'

স্থানীয় জনগণের ধারণা জামাল উদ্দিন অপহরণের ঘটনায় সাংসদ সরওয়ার জামাল নিজাম জড়িত। ব্যবসায়ী স্বপন কান্তি ধর যেমন বললেন, 'জামাল উদ্দিন অপহরণ ঘটনায় আমরা মর্মাহত। এ ধরনের অমঙ্গল থেকে আমরা মুক্ত থাকতে চাই। এলাকার লোকজনের ধারণা, এ ঘটনায় সাংসদ নিজামের পরিবার জড়িত থাকতে পারে। আমরা দেখেছি, শহীদ চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাংসদ নিজাম ঘনিষ্ঠ অথচ সংবাদ সম্মেলনে অস্বীকার করলেন। বিষয়টা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক বললেন, 'জানি সবই, দেখি সবই, কিছুই বলতে পারি না।'

ঘটনা যাই হোক না কেন, এলাকাবাসী সাংসদ সরওয়ার জামাল নিজামের অত্যাচার থেকে মুক্তি চান। দেশবাসী জানতে চান ব্যবসায়ী জামাল উদ্দিনের পরিণতি। এ ব্যাপারে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ জরুরি। না হলে জয়নাল হাজারী, শামীম ওসমানরা যেমন হাসিনা সরকারের ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হয়েছিলেন, সরওয়ার জামাল নিজামও তেমনি হতে পারেন খালেদা জিয়া সরকারের ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। এখনো সময় আছে। ফ্রাঙ্কেনস্টাইন লালন করে নিজেদের ধ্বংসের কারণ হবেন, নাকি তাকে ধ্বংস করে জনগণের আস্থাভাজন হবেন- এই সিদ্ধান্ত নেবার ভার সরকারের।

যোগাযোগ করেছিলাম। জানতে চেয়েছিলাম কেন জামালউদ্দিনের পরিবার আপনাকে অভিযুক্ত করছে। তারা সরাসরি বলছে আপনিই অপহরণ করেছেন জামালউদ্দিনকে। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী? উত্তরে সরওয়ার জামান নিজাম এমপি বলেন, 'সাপ্তাহিক ২০০০ আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা লিখছে। যা লেখা হচ্ছে তার কিছুই সত্যি নয়।'

জামালউদ্দিনের মা এবং ছেলে কেন আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে?

'আমি এ বিষয়ে কিছু বলব না। যা বলার ছিল প্রেস কনফারেন্সে বলছি। আপনাদের কিছু বললেও তো ছাপবেন না।'

আপনাকে পুরোপুরি নিশ্চয়তা দিচ্ছি আপনি যা বলবেন তাই ছাপবো।

'না, আমার কোনো বক্তব্য নেই।

প্রেস কনফারেন্সে সব বলেছি।' প্রেস কনফারেন্সের পরেও তো আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছে। এখন আপনার বক্তব্য না থাকলে অভিযোগগুলো ভিত্তি পেয়ে যায় না?

'না, আমার কোনো বক্তব্য নেই। যা বলার ছিল বলেছি।'

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে একটি প্রেস কনফারেন্স করে সাংসদ সারওয়ার জামাল নিজাম তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব তারেক জিয়ার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছেন লিটন। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী বলেছেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই। মোর্শেদ খান কাশেম চেয়ারম্যানের ছবি চেয়েছেন লিটনের কাছে। ভারতে আত্মগোপনে থাকা আন্তর্জাতিক অস্ত্র ব্যবসায়ী ও অপহরণকারী চক্রের হোতা কাশেম চেয়ারম্যানকে ভারত থেকে আনিয়ে দেবার আশ্বাস দিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোর্শেদ খান। হাইকমান্ডের সব আশ্বাসের পরও গ্রেপ্তার হয়নি অপহরণকারী সিন্ডিকেটের মূল হোতা আনোয়ার, সদর ইউপি চেয়ারম্যান শহীদ, তার সহযোগী নাজিম এবং কাশেম চেয়ারম্যান। মূল অভিযুক্ত সরওয়ার জামাল নিজাম এমপি এবং তার ভাই মারুফ নিজাম অপহৃত জামালউদ্দিনের পরিবারের প্রশ্নের মুখে। ২৪ জুলাই ২০০৩ জামালউদ্দিন অপহৃত হন, ২৯ জুলাই ২০০৪ তার একমাত্র ভাই সাইফুদ্দিন চৌধুরী মারা যান। অভিভাবকহীন এই পরিবারটির একমাত্র অভিভাবক নবতিপর বৃদ্ধা আলমাস খাতুন কি জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারবেন পুত্র জামালউদ্দিনকে? জীবদ্দশায় প্রকৃত সত্য জেনে মূল অপরাধীদের বিচার দেখে যেতে চান অপহৃত ধনাঢ্য ব্যবসায়ী জামালউদ্দিন চৌধুরীর অসহায় মা আলমাস খাতুন।